ভ্লাদিমির সুতেয়েভ
ফার গাছ
PROGRESS & RADUGA
MINI MINI

ফার
গাছ

ছেলেমেয়েরা ক্যালেণ্ডার দেখলে; কেবল শেষ পাতাটা বাকি।

তার মানে কাল নববর্ষ। কাল ফার গাছ সাজিয়ে উৎসব। তার সাজসজ্জা সবই তৈরি, কিন্তু গাছটি যে নেই। ছেলেমেয়েরা ঠিক করলে চিঠি পাঠাবে শীত দাদুর কাছে, বিজিবিজি বন থেকে ফার গাছ যেন পাঠায় — সবচেয়ে ঝুমঝুমিটি, সবচেয়ে সুন্দরটি।

এই চিঠি লিখে ছেলেমেয়েরা আঙিনায় দৌড়ে গেল বরফ পুতুল বানাতে।

মিলেমিশে কাজ শুরু হয়ে গেল: কেউ বরফ জোগাড় করে, কেউ গোলা পাকায়...

বরফ পুতুলের মাথায় পরানো হল পুরনো বালতি, চোখ বানালে কয়লা দিয়ে, আর নাকের জায়গায় গুঁজে দিলে লাল গাজর।

বেশ হল ডাক-হরকরা বরফ পুতুল।
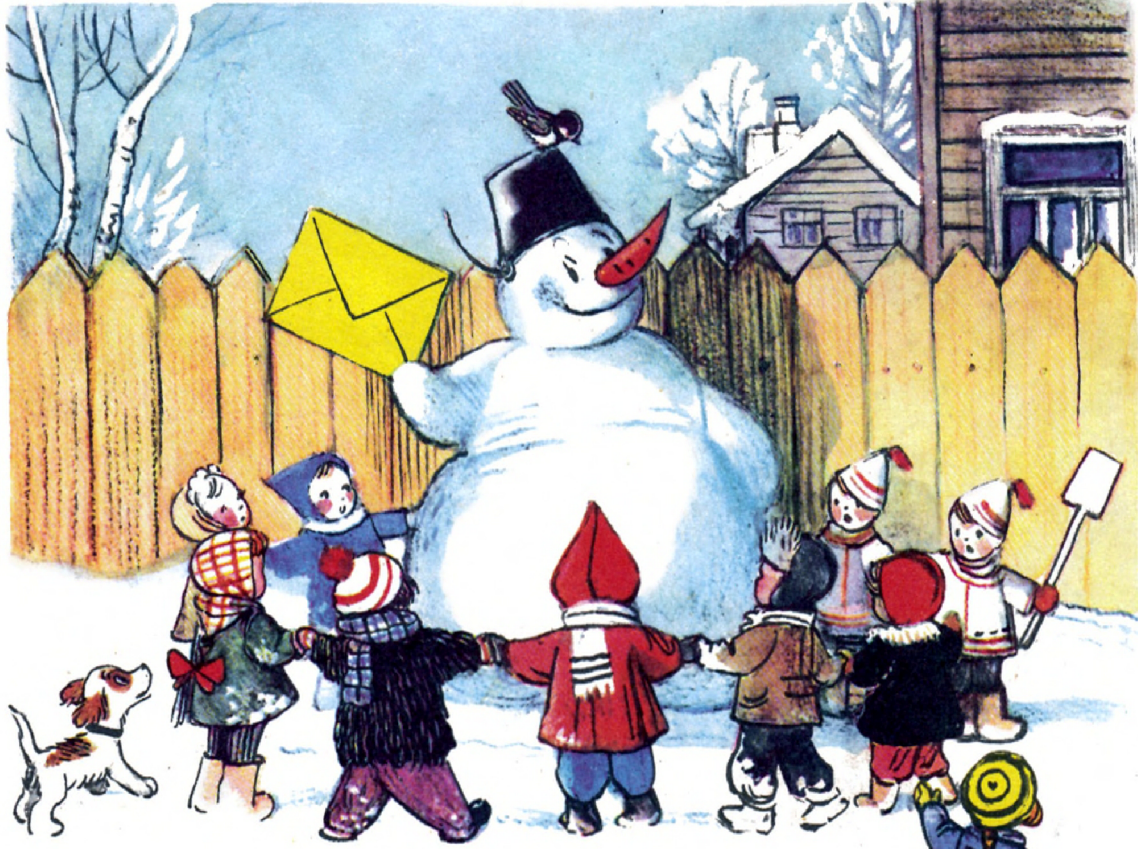
চিঠি তাকে দিয়ে ছেলেমেয়েরা বললে:

‘বরফ পুতুল, বরফ পুতুল
ডাক-হরকরা গা তুলতুল,
যা চলে যা গহন বনে
পত্রটা দিস যথাস্থানে।

শীত দাদুকে দিবি তাড়া,
বেছে দেবে ফারের চারা,
সবুজ পাতার ঝালর ঘেরা,
বনের মধ্যে সবার সেরা।

ফার গাছটি আনিস বয়ে
ধন্যি দেবে ছেলেমেয়ে।’

সন্ধে হল, ঘরে চলে গেল ছেলেমেয়েরা। বরফ পুতুল মনে মনে ভাবে: কাজ তো চাপিয়ে গেল, কিন্তু যাই কোথায়?

'আমায় সঙ্গে নে,' হঠাৎ বললে কুকুরছানা ববিক, 'আমি রাস্তা দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক বলেছিস, দুয়ে মিলে যাই, ভয় ভাবনা নাই!' খুশি হল বরফ পুতুল, 'শত্রু তাড়াবি, পথ দেখাবি।'

বরফ পুতুল আর ববিক যায় যায়, যেতে যেতে পেঁছল এক মস্ত বড়ো গহীন বনে...
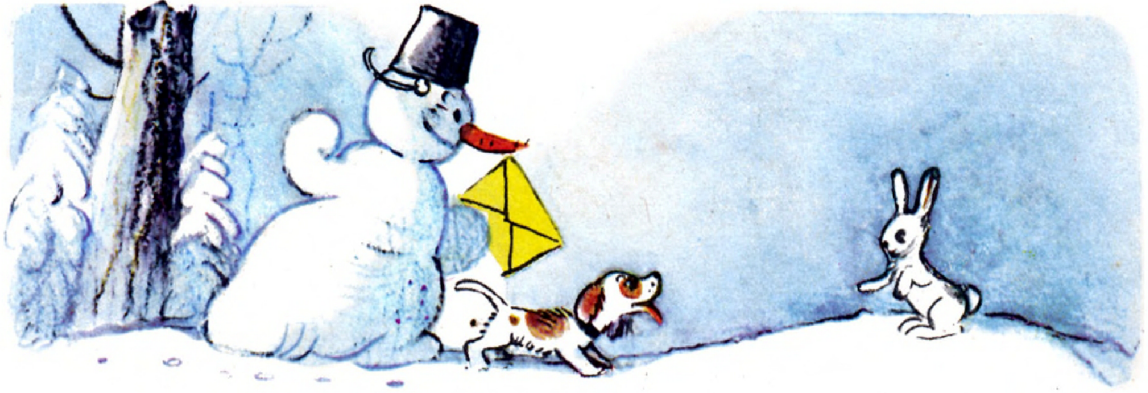
সামনে দেখে এক খরগোস।

'বল তো, শীত দাদু এখানে থাকে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে বরফ পুতুল।

কিন্তু জবাব দেবার সময় কোথায় খরগোসের, পেছনে তার তাড়া করেছে শেয়াল।

আর ববিকও 'ঘোঁৎঘোঁৎ' করে ছুটল খরগোসের পেছনে।

মন খারাপ হয়ে গেল বরফ পুতুলের।

'দেখছি এবার একা একাই যেতে হবে।'

এমন সময় ফ‌ুঁসে উঠল বরফ ঝড়, পাক দিয়ে ঝাপটা মারে কেবলি...

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল বরফ প‌ুতুল... সব বরফ তার খসে খসে পড়ল। পড়ে রইল শ‌ুধ‌ু বালতিটা, চিঠিটা, আর গাজরটা।

শেয়াল ফিরে এল একেবারে রেগে কাঁই:
'শিকারে আমায় বাধা দিয়েছিল কে?'
দেখে কেউ নেই, শ‌ুধ‌ু বরফের ওপর পড়ে আছে চিঠিটা। চিঠিটা নিয়ে পালাল সে।

ফিরল ববিক:

'কোথায় গেল বরফ পুতুল?'

নেই সে।

এই সময় শেয়ালের সঙ্গ ধরল নেকড়ে।

'কী নিয়ে চলেছিস র‍্যা?' গর্জন করলে নেকড়ে, 'ভাগ দে শিগগির!'

'আমি পেয়েছি, আমার! ভাগ নেই তোমার,' বলেই পালাল শেয়াল।

তার পেছনে নেকড়ে।

কী হচ্ছে দেখি বলে হাঁড়িচাঁচাও উড়ল পেছন পেছন।

ববিক কাঁদে, আর খরগোসরা বলে:

'ঠিকই হয়েছে তোর, কেন তাড়া করিস আমাদের, কেন ভয় দেখাস?'

'ভয় দেখাব না, তাড়া করব না,' বলে ববিক আরো জোরে কেঁদে উঠল।

'কাঁদিস না, আমরা তোকে সাহায্য করব,' বললে খরগোসরা।

'আর খরগোসদের সাহায্য করব আমরা,' বললে কাঠবেড়ালিরা।

বরফ পুতুল তৈরি করতে লাগল খরগোসরা, কাঠবেড়ালিরা সাহায্য করে তাদের. ছোটো ছোটো থাবা দিয়ে থাবড়ায়, লেজ দিয়ে মোছে।

ফের তার মাথায় উঠল বালতি, চোখে জুটল কয়লা, আর নাকের জায়গায় গাজরটি।

‘ধন্যি তোরা,’ বললে বরফ পুতুল, ‘আমায় ফের গড়ে তুললি, এবার শীত দাদুকে খুঁজে দে।’

তাকে তারা নিয়ে গেল ভালুকের কাছে। গুহার মধ্যে ঘুমিয়েছিল ভালুক, বহু কষ্টে জাগানো হল তাকে।

ছেলেরা তাকে শীত দাদুর কাছে চিঠি দিতে পাঠিয়েছে সে সব কথা তাকে বললে বরফ পুতুল।

'চিঠি?' গর্জন করে উঠল ভালুক, 'কোথায় চিঠি?'

হাতড়িয়ে দেখে চিঠি নেই।
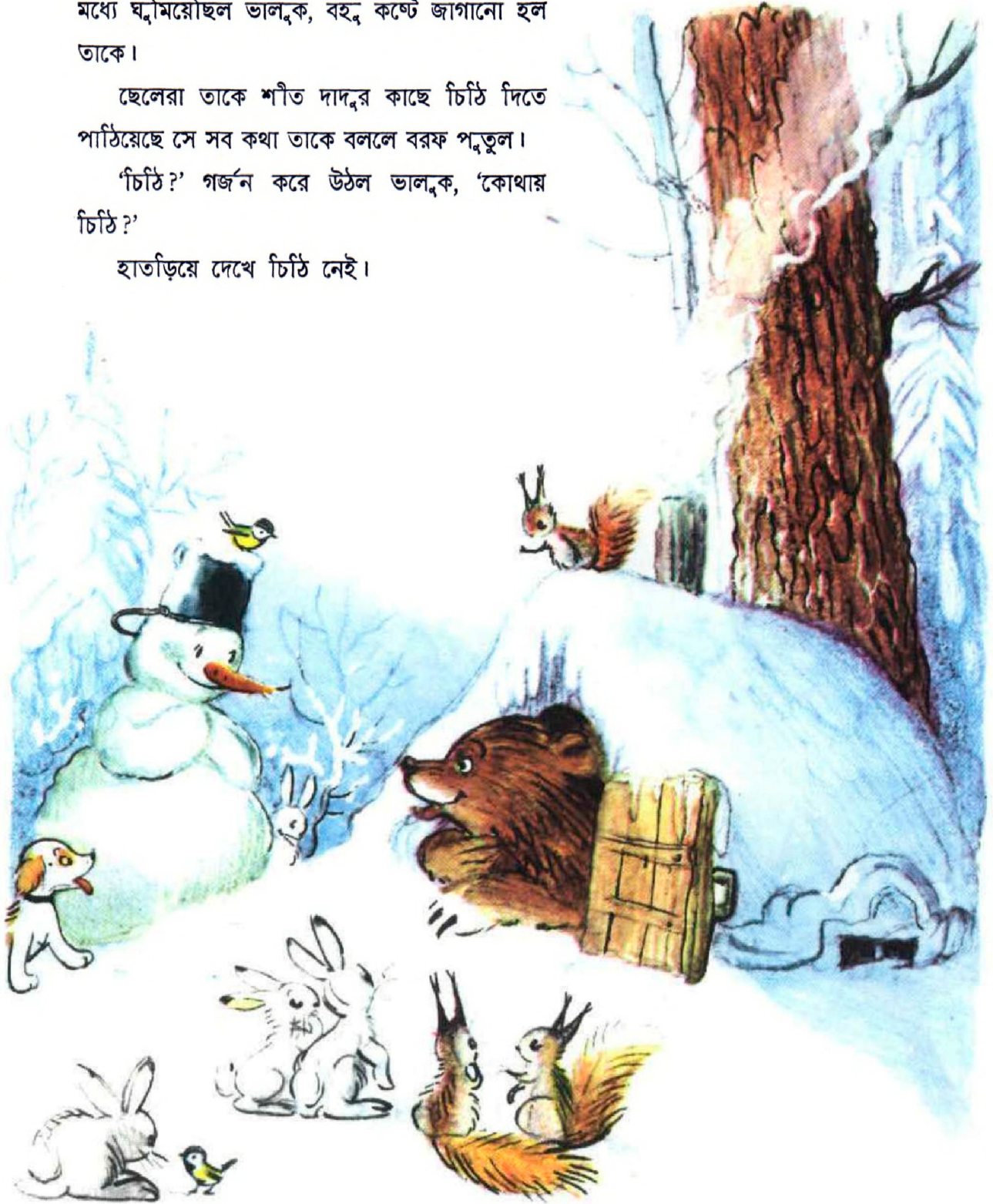
'চিঠি ছাড়া ফার গাছ দেবে না শীত দাদু,' বললে ভালুক 'ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে যাও, আমি বন পর্যন্ত পৌঁছে দেব।'

হঠাৎ, কোথা থেকে যেন উড়ে এল হাঁড়িচাঁচা, কিচিরমিচির করে বলে:

'এই নাও চিঠি!'

বললে কী করে সে চিঠি পেলে।
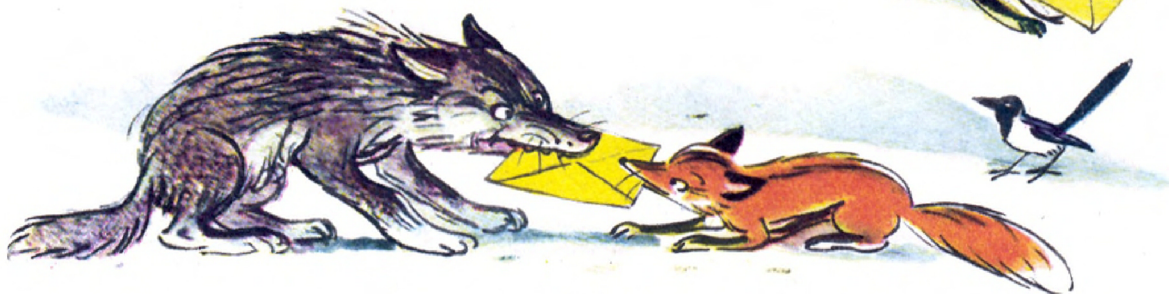
ব্যাপারটা হয়েছিল এই…

চিঠি নিয়ে সবাই গেল শীত দাদুর কাছে।

বরফ পুতুলের ভারি তাড়া, কখনো গড়িয়ে পড়ে ঢিবি থেকে কখনো উলটে পড়ে খানাখন্দে, কখনো হোঁচট খায় গাছের গুঁড়িতে।

ভাগ্যি ভালো ভালুক তাকে বাঁচায়, নয় তো ফের আবার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছল শীত দাদুর কাছে।

চিঠি পড়ে শীত দাদু বললে:

'এত দেরি হল যে? সময়মতো ফার গাছ নিয়ে তো তুই পৌঁছতে পারবি না।'

সবাই তখন বরফ পুতুলের পক্ষ নিলে, বললে কী হয়েছিল। শীত দাদু তখন তার নিজের স্লেজগাড়িটা দিয়ে দিলে তাকে, বরফ পুতুলও ফার গাছ নিয়ে ফিরে চলল ছেলেমেয়েদের কাছে।

ভালুকও ফিরল তার গুহায় — বসন্ত পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবে।
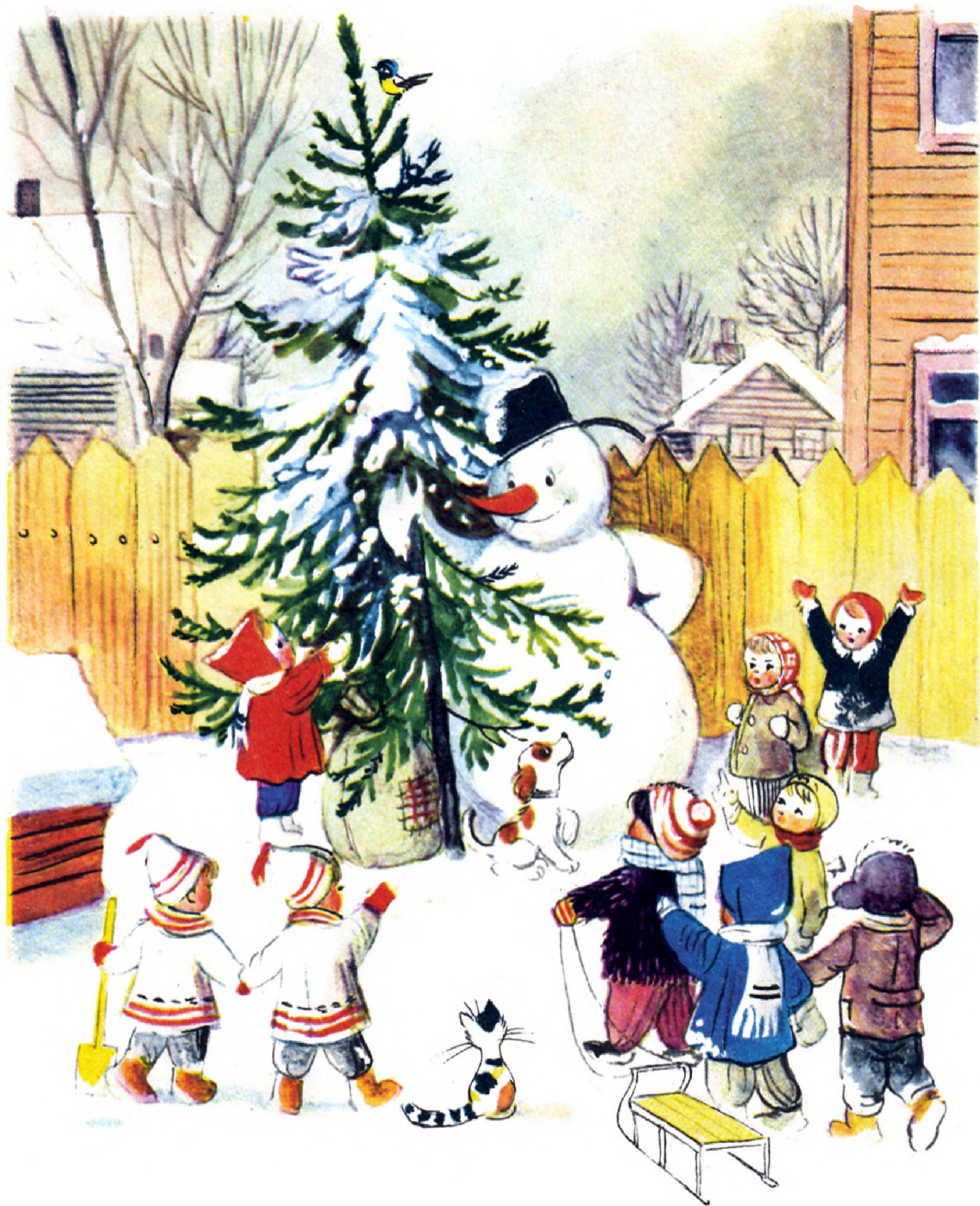
আর সকালবেলায় দেখা গেল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বরফ পুতুল। হাতে তার চিঠির বদলে ফার গাছ।

ফার গাছ

লেখা ও আঁকা: ভ্লাদিমির সুতেয়েভ

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

শিশু ও কিশোর সাহিত্য ছোট শিশুদের জন্য

The front and back cover is taken from the distinct Rush book edition, "Ёлка " published by "Soviet Russia« Publishers on 1963.

Drawings by the author.
Book for preschool children.
Vladimir Grigorievich Suteev.
NewYear's tree.
Editor: Yu.N. Afanasyeva. Art editor: M.V. Tairova.Technical editor: R.A. Medvedev.
Publishing house "Soviet Russia". Dmitrov offset printing factory of the publishing house "Soviet Russia".